‘ফুলকি’ খোঁজার প্রতিযোগিতা

মেধাবী ও সম্ভাবনাময়ী শিক্ষার্থী যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পারে। সরকারি কিংবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই মেধাবীদের মধ্য থেকে ব্যবসায় প্রশাসনের সেরা ১০ শিক্ষার্থীকে বের করে আনার লক্ষ্যে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ‘EFA-Nescafe Jump Starters 2005’ নামে ব্যতিক্রমী এক প্রতিযোগিতা।

৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ৪ দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আয়োজক ইলেট ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন (ইফা)। আর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে বিশ্বখ্যাত কোম্পানি নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেডের নেসক্যাফে ব্রান্ড। ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১০ জন মেধাবী শিক্ষার্থী এবং ২০টি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ৮, ৯, ১০ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার নজরুল ইনস্টিটিউট ও প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও-এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো এই প্রতিযোগিতা।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে ৮ ফেব্রুয়ারি প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম এম এ ফায়েজ। আর সমাপনি দিনে ১২ ফেব্রুয়ারি প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার আক্তার হামীদ সিদ্দিকী এমপি। এছাড়া ৪ দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন, বিটিআরসি চেয়ারম্যান মার্গুব মোর্শেদ ও এফবিসিসিআই সভাপতি আব্দুল আউয়াল মিন্টু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম এম ফায়েজ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, এ ধরনের ব্যতিক্রমী কেরিয়ার কন্টেস্টের প্রয়োজন আছে। এতে অনেক অবহেলিত মেধা বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়। ডেপুটি স্পিকার আক্তার হামীদ বলেন, বাণিজিক প্রতিষ্ঠান নেসলে বাংলাদেশ যে সৃজনশীল কাজে এগিয়ে এসেছে, সে কারণে প্রতিষ্ঠানটি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। পড়া লেখার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হবার যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের বের করে নিয়ে আসার এ প্রক্রিয়া আমাদের দেশে বিরল।

অভিনব পদ্ধতিতে মেধাবী খোঁজার এই প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষক সংস্থা নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেডের হিউম্যান রিসোর্স অফিসার মোঃ জুলফিকার হোসেন জানালেন, বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রচুরসংখ্যক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে যেখানে বিবিএ পড়ানো হয়। আমরা দেখেছি, আর্থিক বা অন্যান্য কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাদের বিকাশ ঘটাতে পারছে না। এসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামনে তুলে নিয়ে আসাই এ প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য।

মেধা খোঁজার এই অভিনব প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ইলেট ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের (ইফা) প্রধান সায়মন হায়দার জানালেন, ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও মনন বিকাশে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছি। আমরা মনে করি দেশে প্রচুর মেধাবী আছে। এই মেধাবীদের খুঁজে এনে সঠিক স্থানে বসানোই আমাদের লক্ষ্য। চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মোট ৩টি পর্যায় ছিল।

কর্মশালায় যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো হলো- বিশ্বায়নে বাংলাদেশ, ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট, নেতৃত্ব, হিউম্যান রিসোর্স, মার্কেটিং, ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, এইচআর ইন্টারভিউ, সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট, সেলস এন্ড মার্কেটিং, ডেভেলপমেন্ট ইন কম্যুনিকেশন ইত্যাদি।

এ কর্মশালাগুলোর ওপর ভিত্তি করে তিন দিনে ৩টি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেরা ৪০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়।

২য় রাউন্ডের প্রথমেই অনুষ্ঠিত হয় মাল্টিমিডিয়া কুইজ সেশন, যা অনুষ্ঠিত হয় হোটেল সোনারগাঁওয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি। এখানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে কুইজ স্ক্রিনে দেখানো হয়। এর ভিত্তিতে ফাইনাল রাউন্ডের জন্য সেরা ২০ জনকে নির্বাচন করা হয়। এই ২০ জনকে আবার ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রতিটি গ্রুপে একটি করে Case দিয়ে দেয়া হয় যা তারা ১ ঘন্টায় Solve করে মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করছে এবং তার ওপর ভিত্তি করে বিচারকরা সর্বশেষ মোট প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে সেরা ১০ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করে। ইফা-নেসক্যাফে জাম্প স্টাটারস ২০০৫-এ অংশগ্রহণকারী ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হলো- এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ভার্সিটি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, এআইইউবি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আইইউবি, স্টেট ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টার-ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং আইবিএআইএস ইউনিভার্সিটি।

আর অংশগ্রহণকারী কোম্পানিসমূহ হলো- একটেল, এশিয়াটিক এমসি লিঃ, এগ্রো, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, ব্র্যাক, কেয়ার, ডিএইচএল, গ্রামীণফোন, জিএমজি, জিএসকে, আইপিএসএসএল, পারটেক্স, শেরাটন হোটেল, স্কয়ার, স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, ট্রান্সকম বেভারেজ, ইউনিলিভার, ইউপিএস এবং নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড।

সর্বশেষ মোট প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে সেরা যে ১০ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছেন তাদের স্পার্ক বা ফুলকি বলে সম্বোধন করা হচ্ছে।

টেন স্পার্ক হলেন- এআইইউবির শাহারিয়ার জামাল, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির রেজানুল করিম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিদারুল হাসান ও আফতাব খান, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শামির আব্দুর রহমান, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির রিয়াদ মমতাজ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির তাহসিন তাহের, এআইইউবির খান রিয়াজ উদ্দিন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির রুমাইল হুসাইন এবং ডেফডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আব্দুল বিন শরিফ।

সাজেদুর রহমান